১৪-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জীবনকে যিনি হিরে তুল্য বানিয়ে দেন, সেই বাবাকে অনেক খুশির সাথে স্মরণ কর। তাহলেই জং (মরিচা) দূরীভূত হবে।"

প্রশ্নঃ- কে মালার দানা হতে পারবে এবং এর জন্য কিরকম পুরুষার্থ প্রয়োজন?

উত্তরঃ- অন্তিম সময়ে যার কোনো কিছু স্মরণে আসবে না সে-ই মালার দানা হতে পারবে। অর্থাৎ যেসব বাচ্চারা কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছাবে তারা-ই মালার দানা হবে। যদি কেউ অনেক ধনবান হয়, অনেক কারখানা ইত্যাদি থাকে, তাহলে সেই সব কিছু ভুলতে হবে। কোনো কিছুতেই যেন মমত্ব অর্থাৎ 'আমার-আমার' ভাব না থাকে। প্রত্যেকেই আমার ভাই (আত্মা) - কেবল এই আত্মিক কানেকশন (সম্পর্ক) ছাড়া অন্য কোনো কানেকশন যেন না থাকে। যে এইরকম আত্মিক কানেকশন রাখবে, সবকিছু ভুলতে পারবে সেই বাচ্চা-ই মালাতে আসতে পারবে।

ওম্ শান্তি। রুহানি (আত্মিক) বাবা রুহানি বাচ্চাদেরকে বোঝান। এটা তো অবশ্যই নিশ্চয় হয়েছে যে আমরা হলাম আত্মা, পরমাত্মা পিতার সন্তান। তাই সকলেই ভাই-ভাই। ভাইদেরকে বাবা নির্দেশ দিয়েছেন যে আমাকে অর্থাৎ পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ কর। স্মরণ করো ? না কি বুদ্ধি অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায়? মায়া তো বিচলিত করবেই। তোমরা না চাইলেও তোমাদের বুদ্ধি কোথাও না কোথাও ঘুরে বেড়াবে। বাচ্চাদেরকে মনে মনে চিন্তন করতে হবে যে বাবা আমাদেরকে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান দিয়েছেন, ৮৪ জন্মের কাহিনী পড়িয়েছেন। এখন এই ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। আমরা পুনরায় ঘরে যাব। অনেকবার আমরা স্মরণের যাত্রার দ্বারা পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরেছি। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা সবাই ভাই-ভাই। এটা কোনো শারীরিক সম্বন্ধ নয়। তোমরা শরীরকে স্মরণ কোরো না । আমরা হলাম আত্মা- আমরাই পবিত্র সতোপ্রধান ছিলাম, এখন পতিত হয়ে গেছি। তাই খুশির সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে যিনি হিরেতুল্য জীবন বানিয়ে দেন। এর দ্বারাই জং (মরিচা) দূরীভূত হবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর - এটা হল জ্ঞান। তারপর বাবাকে স্মরণ কর - এটা হল বিজ্ঞান। কারণ আত্মাকে এখন জ্ঞানের থেকেও ওপরে বিজ্ঞানে অর্থাৎ শান্তির ঘরে যেতে হবে। আমাদেরকে আগে ঐখানে যেতে হবে। বাবাও সেখান থেকেই এসেছেন। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ এইসব কথা জানেনা। এই পারলৌকিক পিতা সম্মুখে বসে বোঝান - বাচ্চারা, আমি নাটকের পরিকল্পনা অনুসারে পরমধাম থেকে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কাছে এসেছি। কেন এসেছি? তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তোমরা এখন পতিত, বিকারী হয়ে গেছ। জন্ম-জন্মান্তর তোমরা বিকারের দ্বারাই জন্ম নিয়েছ, তাই ভ্রষ্টাচারী বলা হয়। আমরা ভ্রষ্টাচারী থেকে কিভাবে শ্রেষ্ঠাচারী হব সেটা বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলেই পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে। স্মরণ করার সাথে সাথে তোমরা সবকিছুই করতে পারবে। এমন নয় যে ব্যবসা করতে পারবে না। বাচ্চারা বাবাকে প্রশ্ন করে - বাবা, কে কে মালার দানা হবে? বাচ্চারা, মালার দানা সে-ই হতে পারবে যে কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছাবে, অন্তিমে যার কোনো কিছু স্মরণে আসবে না। যদি কেউ অনেক ধনবান হয়, অনেক কারখানা থাকে তাহলে সেই সবকিছু ভুলতে হবে। তোমাদের কাছে তো কিছুই নেই। তোমরা জানো যে আমরা বাবার বাচ্চা, ভাই-ভাই। কোনো কিছুর প্রতি আমাদের মমত্ব অর্থাৎ 'আমার-আমার' ভাব নেই তো? প্রত্যেকেই ভাই-ভাই। কেবল এই একটাই কানেকশন (সম্পর্ক) রয়েছে, আর কোনো কানেকশন নেই। একেই রুহানি (আত্মিক) কানেকশন

বলা হয়। সারা জীবন ধরে তো কেবল শরীরের-ই স্মরণ এসেছে। আত্মা তো কারোর স্মরণেই আসেনি। ড্রামা এইরকম ভাবেই তৈরি হয়েছে। বাবা এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন এবং পবিত্র বানানোর জন্য পুরুষার্থ করাচ্ছেন। বাবা তো তোমাদেরকে অনেক সময় মঞ্জুর করেন। কেবল ৮ ঘন্টা আমাকে স্মরণ কর। ওটা হল হদের সার্ভিস, এটা সমগ্র দুনিয়ার সার্ভিস (সেবা)। নিশ্চয়ই খাবে, শোবে, ঘুরতে যাবে... সারাদিন ধরে তো কারোর পক্ষে স্মরণ করাও সম্ভব নয়। বরাবরের মতো তোমরাই এখন বেহদের সার্ভিস করছ। বাবা যেমন বিচার-সাগর মন্থন করেন, সেইরকম তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকেও মন্থন করা শেখান। তিনি তো করন-করাবনহার, তাই নিজে করে তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। পুরুষার্থ করতে করতে তোমাদের বিজয়-মালা তৈরি হয়ে যাবে। সত্য এবং ত্রেতাযুগে যারা আসে তারা বিজয়ী হয়। তারপর ক্রমানুসারে সমস্ত অভিনেতা এই নাটকে অভিনয় করার জন্য আসতে থাকে। সকলে তো একসাথে আসবে না। ব্রহ্মলোক হল তোমাদের অর্থাৎ সকল অভিনেতার নিবাস স্থান। ঐখান থেকে এইখানে এসে শরীর ধারণ কর। এইগুলো খুবই সহজ কথা যেগুলো তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরই স্মরণে থাকে। তোমাদের ঘর হল সুইট হোম বা সাইলেন্স হোম। অন্য কেউ তাদের নিজেদের ঘরকে জানে না। ওরা তো বলে যে আমরা বিলীন হয়ে যাব। যেমন সাগর থেকে বুদবুদ উঠে আবার সাগরেই মিশে যায় সেইরকম আমরাও ওই ব্রহ্মে লীন হয়ে যাই। তারপর বলে - যেদিকেই দেখ কেবল ব্রহ্ম আর ব্রহ্ম। ওরা ব্রহ্মকেই ঈশ্বর মনে করে। তাই তোমাদের কথা ওদের বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। তোমরা মনে করবে ওরা ভুল আর ওরা মনে করবে তোমরা ভুল - কারণ ওটাই ওদের নিজস্ব ধর্ম। কিন্তু তোমরা জানো যে প্রত্যেক আত্মা অবশ্যই শান্তিধামে যাবে। প্রত্যেক আত্মার-ই নিজস্ব পার্ট (ভূমিকা) রয়েছে - এটাকেই আশ্চর্যজনক বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন কত গভীরে যাচ্ছ - আত্মা কত ছোট, কিভাবে সে অভিনয় করে...। এই জ্ঞান যেমন জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে রয়েছে, সেইরকম তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কাছেও রয়েছে। তোমরাও ওইরকম জ্ঞানবান। ওরা হল ভক্তিবান আর তোমরা হলে জ্ঞানবান। ভক্তিবান মানে যারা রাত্রিতে রয়েছে আর জ্ঞানবান মানে যারা দিনে রয়েছে। অর্ধেক কল্প তোমরা সুখধামে থাক এবং অর্ধেক কল্প তোমরা দুঃখধামে থাক - এটাকেই দূরদর্শিতা বলা হয়। তোমাদের বুদ্ধি এখন অনেক দূর-দূর যায় - আমরা আত্মারা হলাম সুইট হোম অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের নিবাসী। বাবা হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। কারণ তিনি হলেন নলেজফুল, তাঁর মধ্যে পুরো বৃক্ষের নলেজ আছে। তোমরা এখন শরীরের ভান মেটানোর জন্য নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করছ। অন্য কিছু যেন স্মরণে না আসে। সম্পূর্ণ আত্ম-অভিমানী হতে হবে। আমি একটা আত্মা, আমি একটা আত্মা... আমার অর্থাৎ আত্মার কাছে তো স্মরণে আসার মতো কিছুই নেই। বলা হয় - 'অন্তিমে তুমি যেমন স্মরণ করবে, তোমার পরিণতিও সেইরকম হবে'। তাই যদি কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে তা অবশ্যই স্মরণে আসবে। এটা তো বিচার করার বিষয়। যদি কিছু মাত্রও থাকে, কোনো আত্মীয়-বন্ধু থাকে, তাহলে তাদের কথা স্মরণ আসবেই। তুমি তো তোমার সবকিছুই শিববাবাকে দিয়ে দিয়েছ। তাই ওইগুলোকে আর নিজের বলে ভেবো না। যখন বাবাকে দিয়েই দিয়েছ তাহলে তোমার কেন ওদের কথা স্মরণে আসছে? তুমি ভুলে যাও। যদি কোনো কিছু তোমার স্মরণে আসে তাহলে ভবিষ্যতে সেটা তোমার ক্ষতি করবে। তোমরা এখন এইসব নতুন নতুন কথা শুনছ। তোমাদের কাছে কোনো পুরাতন জিনিস নেই। যেমন সমস্ত পুরাতন জিনিস (মৃত ব্যক্তির) করনীঘোর-কে (শ্মশান ঘাটের বিশেষ ব্রাহ্মণ অথবা ডোম ) দিয়ে দেয়, সেইরকম তোমরাও তোমাদের সবকিছু দিয়ে দিয়েছ। এরপরে ওইসব আর স্মরণে আসা উচিত নয়। কেবল এটাই যেন স্মরণে থাকে যে আমি হলাম ভাই (আত্মা), বাবার বাচ্চা - আমার কাছে কিছুই নেই, শরীরও নেই। এরপর নতুন দুনিয়াতে সবকিছু

নতুন জিনিস পাবে। ওখানে গিয়ে তো হীরা খচিত মহলে থাকবে। ওইসব তো ভবিষ্যতের কথা। বাবা প্রশ্ন করেন - বাচ্চারা, তোমরা কি হবে? বাচ্চারা উত্তর দেয় - বাবা, আমরা নারায়ণ হব। এটা তো কত খুশির কথা, তাই না? কিন্তু এখন যদি কোনো পুরাতন জিনিসের কথা স্মরণে না আসে তবেই মালার দানা হতে পারবে। ১০৮ এর মালা হল রাজাদের মালা। মন্দিরে ১৬ হাজার ১০৮ এর মালাও রাখা থাকে। অতএব অনেকজনই মালার দানা হবে। যত আগে আসবে তত সুখ পাবে। যারা পরে আসে তারা এতটা সুখ পায় না। ওরা খুব কম সময়ের জন্য সুখ পায়, তাই দুঃখও কম পাবে।

তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, খেয়াল রেখো যাতে অন্তিমে কোনো কিছু স্মরণে না আসে। যা কিছু অর্পণ করেছ, সেগুলোর কথাও যেন স্মরণে না আসে। বাবা বলেন, যেহেতু আমি দীননাথ, তাই আমি এমন কোনো জিনিস নিই না যেটা ব্যবহার-ই হবে না অথচ ওখানে আমাকে তার প্রতিদান দিতে হবে। কেউ কেউ এমনও আছে যারা কিছু দেওয়ার পর যখন কোনো কারণে ছেড়ে চলে যায়, তখন সেইগুলো আবার ফেরত চায়। মায়া ওদেরকে দংশন করে দেয়। নয়তো ওরা-ই বলত - তুমি চাইলে মারো কিংবা ভালোবাসো, কিন্তু আমি তোমাতে এতটাই বিলীন হয়ে আছি যে তোমার দুয়ার ছেড়ে কখনোই যাব না, কখনোই তোমাকে ভুলব না। তোমরা তো এখানে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এসেছ, কত উঁচু প্রাপ্তি হয় তোমাদের। তা সত্ত্বেও কেন বলো যে 'আমি দিয়েছি'। তোমরা তো (বাবার থেকে) গ্রহণ করো, তাই না? তোমাদেরকে কে দিতে বলেছে? কিন্তু কেউ যদি কিছু দেয় তাহলে ওখানে ওর জন্য মহল তৈরি হয়ে যাবে। যেমন সুদামা এক মুঠো চাল(বা বলা ভালো খুঁদকুঁড়ো দিয়েছিল) দিয়েছিল। বাচ্চারাও ওইরকম সুদামার মতো চাল-ডাল নিয়ে আসে। তারা বোঝে যে আমরা মহল পেয়ে যাব। এইরকম বাচ্চাদেরকে দেখে বাবা খুব খুশি হন। বাঃ, নুতন দুনিয়াতে এর জন্য মহল তৈরি হবে কারণ খুব ভালোবেসে এবং সদ্ভাবনার সহিত নিয়ে আসে। সত্যি! এইরকম বাচ্চারা কতই না ভাগ্যবান, অনেক উঁচু পদ পাবে। ড্রামার (নাটকের) প্ল্যান (পরিকল্পনা) অনুসারে এখন বাবার এবং তোমাদের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ হুবুহু আগের কল্পগুলোর মতোই হচ্ছে। তোমাদের প্রতিটা কদমে (পদক্ষেপে) পদম গুণ (অগাধ) প্রাপ্তি হচ্ছে। দেবতাদের পায়ে পদ্ম ফুল দেখানো হয় - এর তো নিশ্চয়ই কোনো অর্থ আছে। এখন তোমাদের পদম গুণ প্রাপ্তি হচ্ছে। তোমরা বাবার কাছে পদ্মাপদমপতি (কোটি কোটি কোটি পতি) হওয়ার জন্য এসেছ। তাই তোমরা কত মহান, মহান, মহান ভাগ্যবান। কিন্তু সেটাও পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে প্রতি কল্পে তোমরা একইরকম পুরুষার্থ কর। যেন ড্রামা-ই তোমাদেরকে দিয়ে পুরুষার্থ করিয়ে নেয়। ঈশ্বরও ড্রামা অনুসারেই তোমাদেরকে মত দেন। তাই তিনিও ড্রামার বশবর্তী। তাহলে ড্রামা কার বশবর্তী? বাচ্চারা, ড্রামা তো অনাদিকাল থেকে তৈরি হয়েই রয়েছে। কেউই এইরকম জিজ্ঞেস করতে পারে না যে ড্রামা কবে তৈরি হয়েছে। এটা তো চলতেই থাকে। এই ড্রামাতে ঈশ্বরের কাছ থেকেই সবথেকে ভালো মত পাওয়া যায়, তাই একে ঈশ্বরীয় মত বলা হয় - যা তোমাদেরকে দেবতা বানায়। অন্যদিকে মানুষের মত তোমাদেরকে পতিত বানায়। ঈশ্বরীয় মতের দ্বারাই তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও। তারপর ২১ জন্ম পরে মানুষের মতের দ্বারা তোমরা মানুষ হয়ে যাও। এই সঙ্গমযুগেই গীতার এপিসোড চলে যখন দুনিয়ার পরিবর্তন হয়। এটা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকতে হবে এবং বাচ্চাদেরকে অনেক অনেক মিষ্টি হতে হবে। চাল-চলন ভালোবাসাপূর্ণ হওয়া উচিত। যে বাচ্চা শান্ত এবং মিষ্টি স্বভাবের, তার পদও উঁচু হবে। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধি পেয়েছ। তোমরা বুঝেছ যে আমরা হলাম বেহদের (অসীম) বাবার সন্তান। বাবার কাছ থেকে

উত্তরাধিকার নিচ্ছি। তাই অগাধ খুশি হওয়া উচিত। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখানে তোমরা স্বর্গের থেকেও অনেক উঁচু পদ। বাবা তো কেবল তোমাদেরকে পড়ান। ভগবানুবাচ হল - আমি তোমাদেরকে দ্বি-মুকুটধারী, রাজাদেরও রাজা বানাই। তাই নিজেদের ভাগ্যের কথা স্মরণে রেখে তোমাদেরকে অনেক খুশিতে থাকতে হবে। বাঃ, বাবা এসে আমাদের ভাগ্যকে কত সুন্দর বানিয়ে দেন, পাথরসম জীবনকে হিরেতুল্য বানিয়ে দেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) উঁচু পদপ্রাপ্তির জন্য খুব শান্ত-চিত্ত এবং মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে, সকলের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।

২) যা কিছু বাবাকে অর্পণ করে দিয়েছ, সেইগুলোকে ভুলে যেতে হবে। সেইগুলোর কথা যেন মনেও না আসে। কখনো যেন এইরকম সংকল্প না আসে যে আমি বাবাকে দিচ্ছি।

বরদান:- স্মৃতি-স্বরূপের বরদান দ্বারা সর্বদা শক্তিশালী অবস্থার অনুভব করে সহজ পুরুষার্থী হও।

যে স্মৃতি-স্বরূপ, সে-ই সর্বদা শক্তিশালী এবং বিজয়ী থাকতে পারবে এবং তাকেই সহজ পুরুষার্থী বলা হয়। সে সমস্ত পরিস্থিতিতে অবিচল থাকে। যাই হয়ে যাক, পাহাড়ের মতো বড় পরিস্থিতিও যদি চলে আসে, সংস্কার সংঘর্ষের মেঘ আসুক কিংবা প্রকৃতি পরীক্ষা নিক - কিন্তু সে অঙ্গদের মতো মন এবং বুদ্ধিরূপী পা-কে কখনো টলতে দেয় না। অতিক্রান্ত বিপর্যয়কে স্মৃতিতে আনার পরিবর্তে ফুলস্টপ লাগিয়ে দেয়। তার কাছে কখনো অমনোযোগী ভাব আসতেই পারে না।

স্লোগান:- জ্ঞানের সুস্পষ্ট অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য গুপ্ত ভাবে পুরুষার্থ কর।